# জাতীয় কৃষি আবহাওয়া
# পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২৯ জুলাই ২০২০ (**বুধবার**)

[**সময়কালঃ** ২৯.০৭.২০২০–০২.০৮.২০২০]

**ডিসক্লেইমার**

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

# মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, হিমালয়ের পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আবহাওয়ার অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পরিস্থিতির প্রতিবেদন (২৯ জুলাই ২০২০ তারিখের প্রতিবেদন) অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, নওগাঁ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে এবং মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, চাঁদপুর, রাজবাড়ি, শরিয়তপুর, ঢাকা এবং নারায়নগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে।
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আগামী ১০ দিনের সম্ভাব্য পূর্বাভাস (২৮ জুলাই ২০২০ তারিখের পূর্বাভাস) অনুযায়ী আগামী ৩ দিন কুড়িগ্রাম, বগুড়া, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, টাংগাইল ও মানিকগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং চলমান বন্যা পরিস্থিতি জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। তবে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্রমান্বয়ে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। রাজবাড়ি, মুন্সীগঞ্জ এবং শরিয়তপুর জেলার বন্যা পরিস্থিতি আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকতে পারে।
এসব জেলার জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ দেওয়া হয়েছে:

**বন্যার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:**

- বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী জাত যেমন- ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২, বিনাধান-১১, বিনাধান-১২ প্রভৃতি এবং বন্যা-পরবর্তী নাবিতে চাষযোগ্য জাত যেমন বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৫৪, বিনাশাইল, নাইজারশাইল, গাইঞ্জা, মালশিরাসহ এলাকাভিত্তিক স্থানীয় জাতের বীজ সংগ্রহ করুন।
- বন্যার কারণে বীজতলা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলে স্বল্পমেয়াদী জাতের বীজ সংগ্রহ করুন।
- বন্যার কারণে যদি পাটের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং সেটা ২/৩ দিনের মধ্যে নিষ্কাশনের সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব কর্তনযোগ্য পাট কেটে পানিতে জাগ দিতে হবে।
- সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রদান এবং চারা রোপণ থেকে বিরত থাকুন।
- পরিপক্ক সবজি ও উদ্যানতাত্বিক ফসল সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকুন।
- সম্মিলিতভাবে আমন বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- বীজতলা তৈরির জন্য উঁচু জায়গা নির্বাচন করুন। উঁচু জায়গা পাওয়া না গেলে ভাসমান বা দাপোগ পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি করুন।
- জলাবদ্ধতা পরিহারের জন্য আমন বীজতলার চারপাশে নিষ্কাশন নালা তৈরি করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখুন।

- মাষকলাই ও শীতকালীন সবজির বীজ সংগ্রহ করুন।
- সকল খামারজাত পণ্য শুকনো ও নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- দণ্ডায়মান ফসলকে ভারী বৃষ্টির ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য জমির আইল উঁচু করে দিন।
- কলাসহ অন্যান্য ফলের ছোট গাছ ও সবজিতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন, আখের ঝাড় বেঁধে দিন।
- গবাদি পশুর বিশেষ যত্ন নিন। উঁচু জায়গায় স্থানান্তর করুন। পরিষ্কার খাবার খেতে দিন। গবাদি পশু যেন কোন বিষাক্ত আগাছা খেয়ে না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘরে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেজন্য বাইরে ও ভেতরে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। মেঝে শুকনো রাখুন। পরিষ্কার পানি পান করান।
- পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন বন্যার পানিতে মাছ ভেসে না যায়।
- জরুরি খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নীচু এলাকা থেকে উঁচু এলাকায় স্থানান্তরের জন্য নৌকার ব্যবস্থা রাখুন।

**অন্যান্য জেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:**

**আউশ ধান:**

- উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বিভিন্ন ধরণের রোগবালাই দেখা দিতে পারে। প্রতিরোধে সতর্ক থাকতে হবে।
- মাজরা পোকা, গল মাছি এবং সাদা ও বাদামী গাছ ফড়িং আক্রমণ করলে প্রতি হেক্টরে ৩৩ কেজি কার্বোফুরান ৩জি প্রয়োগ করুন। কাটুই পোকার আক্রমণ হলে ক্লোরোপাইরিফস বা ডাইক্লোরোভস প্রয়োগ করুন।
- মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এটি ট্রাইকোগ্রামা ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- খোল পোড়া রোগ থেকে বাঁচাতে আইল ঘাসমুক্ত পরিষ্কার রাখুন।
- আউশের পাতায় ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে বৃষ্টিপাতের পর সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

**আমন ধান:**

- জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখুন।
- বীজতলা আগাছামুক্ত রাখুন।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কাজেই চারা রোপণের জন্য মূল জমি তৈরি শুরু করুন।
- আমন রোপণের জমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে প্রতি হেক্টরে ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি, ১১ কেজি জিঙ্ক এবং ৬০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর মূল জমিতে ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- হালকা বা মাঝারী বৃষ্টিপাতের পানি যেন বের হয়ে যেতে না পারে সেজন্য শক্ত করে জমির আইল তৈরি করুন।
- রোপণের আগে চারা ধোয়ার পর শোধন করে নিন।

- চারা খুব গভীরে রোপণ করবেন না। কোন চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে নতুন চারা লাগান।
- জমি আগাছামুক্ত রাখুন। চারা রোপণের ১-৩ দিনের মধ্য অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- খোল পোড়া রোগের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আক্রান্ত জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন। প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- অনুকূল পরিস্থিতিতে ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮০, ব্রি ধান৮৭, ব্রি ধান৯০, ব্রি ধান৯৩, ব্রি ধান৯৪, ব্রি ধান৯৫, বিনা ধান ১১, বিনা ধান ১৬, বিনা ধান ২২ জাতসমূহ লাগানো যেতে পারে।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় কার্বোফুরান স্প্রে করুন।

**ভুট্টা:**

- রৌদ্রজ্জ্বল দিনে পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।
- সংগ্রহ করা ফসল শুকিয়ে নিন।

**সবজি:**

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন। আকাশ পরিষ্কার না হলে সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।
- দমকা হাওয়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- বেগুনের চারা রোপণের উপযোগী হলে ৬০ সেমি X ৬০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করুন। ঢেঁড়শ, কুমড়া, শশা, ধুন্দুল, লাউ এর বীজ বপন করুন।
- কুমড়া, ঝিঙা, পটল ও শশায় লাল কুমড়া বিটল এর আক্রমণ হলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডাইমেক্রন অথবা রগর মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ডাইমেথয়েট অথবা ১.৫ গ্রাম এসিফেট মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- করলার ফুলের গোড়া পচে গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়শ এর জমি আগাছা মুক্ত করুন।
- বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়শ ও অন্যান্য সবজির জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, ঢেঁড়শ লাগান।
- মাষকলাই ও শীতকালীন সবজির বীজ সংগ্রহ করুন।

**উদ্যান ফসল:**

- আম বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারা বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি, জাম বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কাজেই আম, পেয়ারা ও নারকেল লাগানোর জন্য গর্ত তৈরি করুন।
- কলা গাছ লাগান এবং বাগানে আন্ত:পরিচর্যা করুন।

- বৃষ্টিপাতের কারণে কলা গাছে সার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- ঝোড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছে খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- কলায় সিগাটোকা রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে পাতার দুইপাশে স্প্রে করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

**পাট:**

- ভাল মানের আঁশ পাওয়ার জন্য ফুল আসার আগে (বপনের ১২০ দিন পর) পাট কর্তন ও জাগ দেওয়া সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে নালায় পানির তাপমাত্রা রেটিং এর জন্য আদর্শ অবস্থায় রয়েছে। আগাম ও যথাসময়ে বপনকৃত দেশী পাট এই সপ্তাহে সংগ্রহ করে জমিতে ৩-৪ দিন দাঁড় করিয়ে রাখুন যাতে পাতা ঝরে যায়।
- যদি পাটের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং সেটা ২/৩ দিনের মধ্যে নিষ্কাশনের সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব কর্তনযোগ্য পাট কেটে পানিতে জাগ দিতে হবে।

**পান:**

- গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে ১% বোর্দো মিক্সচার ব্যবহার করুন।
- বরজের ভেতরে মুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন।

**আখ:**

- বিভিন্ন রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- কান্ড পঁচা রোগ ও মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

**গবাদি পশু:**

- গোয়ালঘরে জীবাণুনাশক যেমন ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করুন
- পানিতে নিমজ্জিত মাঠে গবাদি পশুকে যেতে দেওয়া যাবে না
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- গবাদি পশুর খুরা রোগ দেখা দিলে-
    - শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান
    - গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন
    - মুখে ও পায়ে ক্ষত দেখা দিলে ক্ষতের জায়গাটি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিন
- গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

**হাঁসমুরগী:**

- হাঁসমুরগীকে ভেজা খাবার খেতে দেবেন না।
- কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- বর্তমান আবহাওয়ায় হাঁসমুরগীর অন্ত্রের পরজীবীর আক্রমণ হতে পারে। সেজন্য খোয়াড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

**মৎস্য:**

- পানি দূষন যেন না হয় সেজন্য অতিরিক্ত খাবার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- পুকুরের চারধার মেরামত করে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- যথেষ্ট পানি আছে, কাজেই পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

# দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

**গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২৯ জুলাই ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২৮ জুলাই ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২৯ জুলাই ২০২০ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলোঃ**

| বিভাগের নাম | পর্যবেক্ষণা-গারের নাম | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:) | সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা | বিভাগের নাম | পর্যবেক্ষণা-গারের নাম | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:) | সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ঢাকা | ৪২ | ৩৩.০ | ২৫.৫ | রাজশাহী | রাজশাহী | ৩৩ | ৩৪.৩ | ২৬.৪ |
| | টাঙ্গাইল | ১৭ | ৩৩.০ | ২৪.৯ | | ঈশ্বরদী | ০২ | ৩৩.৭ | ২৬.৫ |
| | ফরিদপুর | ৪৬ | ৩৩.০ | ২৫.৫ | | বগুড়া | ০২ | ৩১.৭ | ২৬.৮ |
| | মাদারীপুর | ০০ | ৩৩.২ | ২৬.৮ | | বদলগাছী | ০০ | ৩২.৫ | ২৬.৮ |
| | গোপালগঞ্জ | ১৫ | ৩১.৭ | ২৫.৭ | | তাড়াশ | ৭৪ | ৩৩.৯ | ২৭.৫ |
| | নিক্‌লি | ০৯ | ৩৩.৮ | ২৫.৫ | | | | | |
| | | | | | রংপুর | রংপুর | ০২ | ৩২.০ | ২৬.৫ |
| ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ৫৪ | ৩৩.২ | ২৬.০ | | দিনাজপুর | ০০ | ৩১.৯ | ২৬.৭ |
| | নেত্রকোনা | ১৪ | ৩২.০ | ২৬.০ | | সৈয়দপুর | ০১ | ৩১.৬ | ২৬.০ |
| | | | | | | তেঁতুলিয়া | ১৪ | ২৮.৫ | **২৪.৭** |
| চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ৩৫ | ৩৩.৩ | ২৫.৪ | | ডিমলা | ১৩ | ২৯.৭ | ২৫.৫ |
| | সন্দ্বীপ | ০৬ | ৩২.৬ | ২৫.২ | | রাজারহাট | ০০ | ৩২.৬ | ২৭.০ |
| | সীতাকুন্ড | ১৮ | ৩৩.৫ | ২৫.৫ | | | | | |
| | রাঙ্গামাটি | ০১ | ৩৩.০ | ২৬.০ | খুলনা | খুলনা | ৩৯ | ৩৩.০ | ২৫.৮ |
| | কুমিল্লা | ৩৩ | ৩২.৫ | ২৫.৪ | | মংলা | ২৮ | ৩২.৬ | ২৫.০ |
| | চাঁদপুর | ৩০ | ৩২.০ | ২৬.৩ | | সাতক্ষীরা | ০২ | ৩৩.৩ | ২৭.০ |
| | মাইজদীকোর্ট | ২৭ | ৩৪.২ | ২৬.০ | | যশোর | ০৩ | **৩৪.৮** | ২৬.০ |
| | ফেনী | **৮৯** | ৩৩.৫ | ২৬.০ | | চুয়াডাঙ্গা | ৪৬ | ৩৩.৫ | ২৫.৬ |
| | হাতিয়া | ৩১ | ৩২.১ | ২৫.৭ | | কুমারখালী | ১৭ | ৩২.৪ | ২৫.৬ |
| | কক্সবাজার | ১৩ | ৩২.২ | ২৫.৫ | | | | | |
| | কুতুবদিয়া | ২৬ | ৩৩.০ | ২৫.২ | বরিশাল | বরিশাল | ৩১ | ৩২.৫ | ২৫.৩ |
| | টেকনাফ | ১১ | ৩২.২ | ২৫.৬ | | পটুয়াখালী | ০৯ | ৩২.৪ | ২৬.৩ |
| | | | | | | খেপুপাড়া | ০৬ | ৩২.২ | ২৬.৯ |
| সিলেট | সিলেট | ৫২ | ৩৩.৪ | ২৫.৫ | | ভোলা | ১১ | ৩৩.৪ | ২৬.০ |
| | শ্রীমঙ্গল | ১২ | ৩৪.০ | ২৫.৯ | | | | | |

**প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-:**

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৩.৮৪ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৬৭ মিঃ মিঃ ছিল।

## সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

**পূর্বাভাসঃ** রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

**তাপমাত্রা ঃ** রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

## সপ্তাহের শেষে (২৮ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

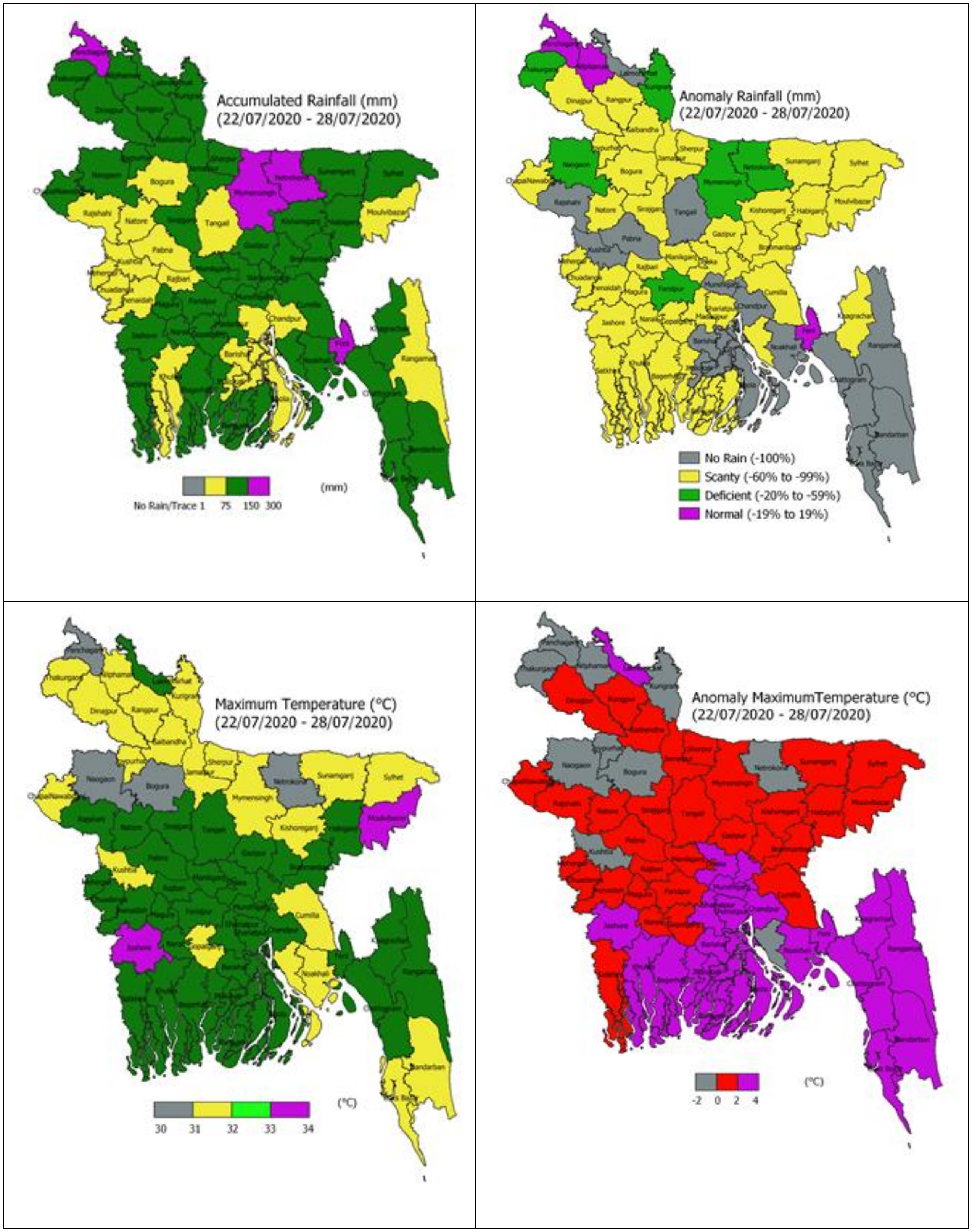

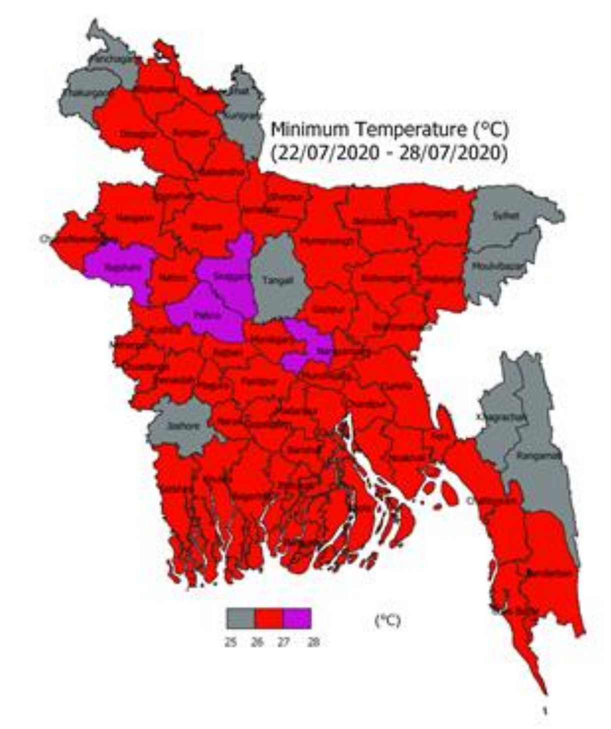
Minimum Temperature (°C)
(22/07/2020 - 28/07/2020)
(°C)
25 26 27 28

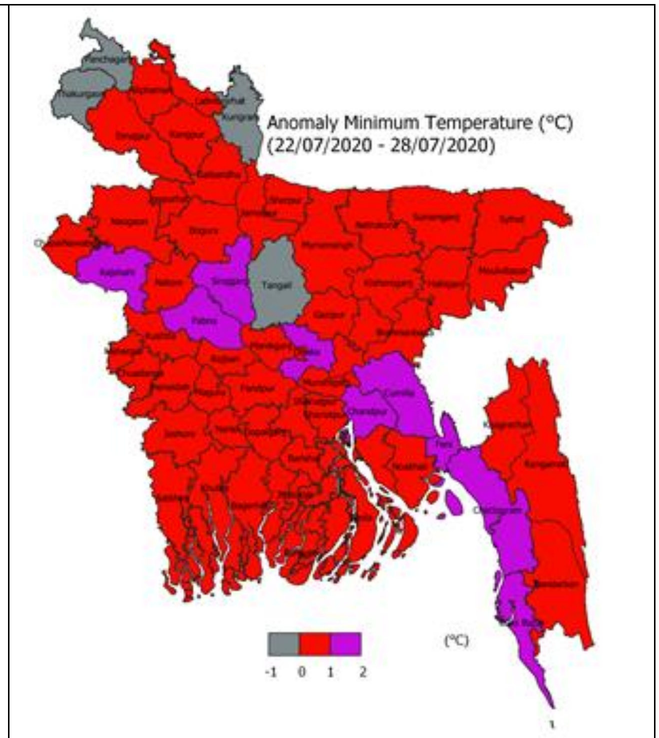
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(22/07/2020 - 28/07/2020)
(°C)
-1 0 1 2

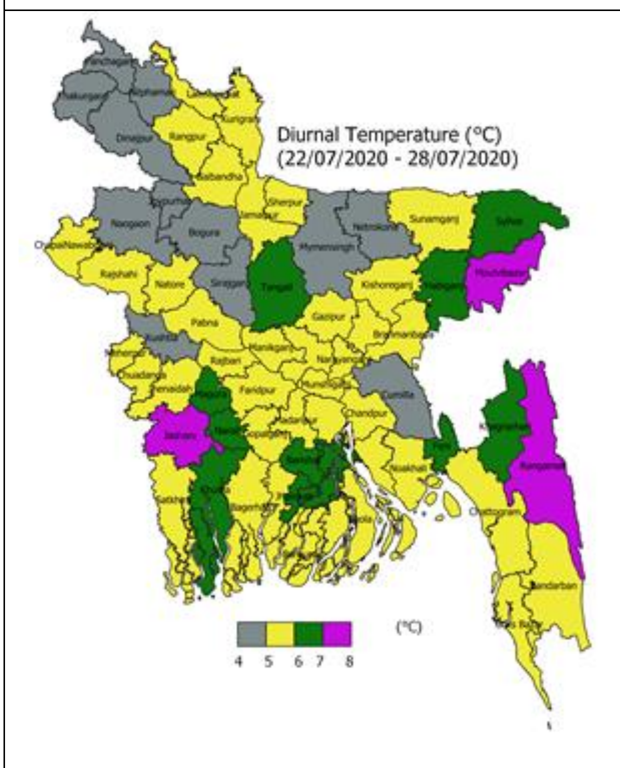
Diurnal Temperature (°C)
(22/07/2020 - 28/07/2020)
(°C)
4 5 6 7 8

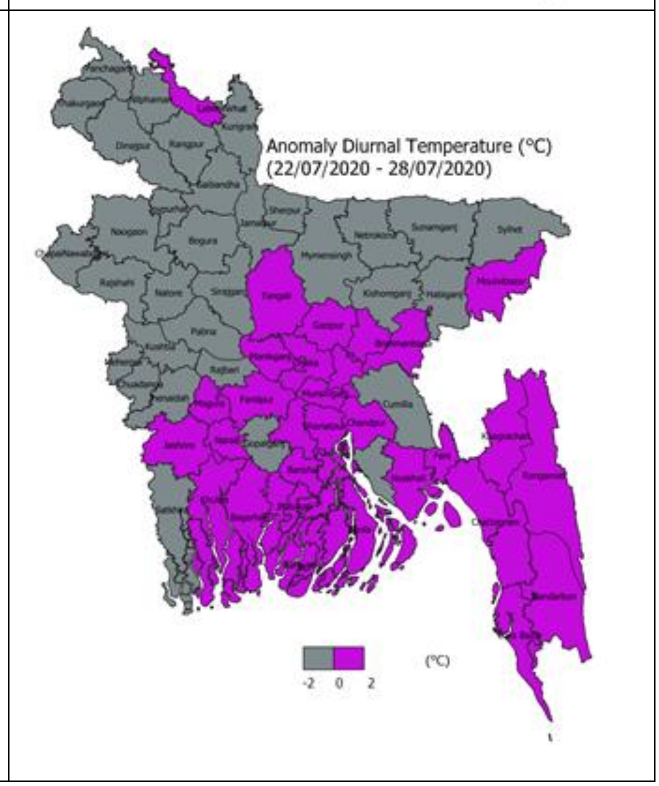
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(22/07/2020 - 28/07/2020)
(°C)
-2 0 2

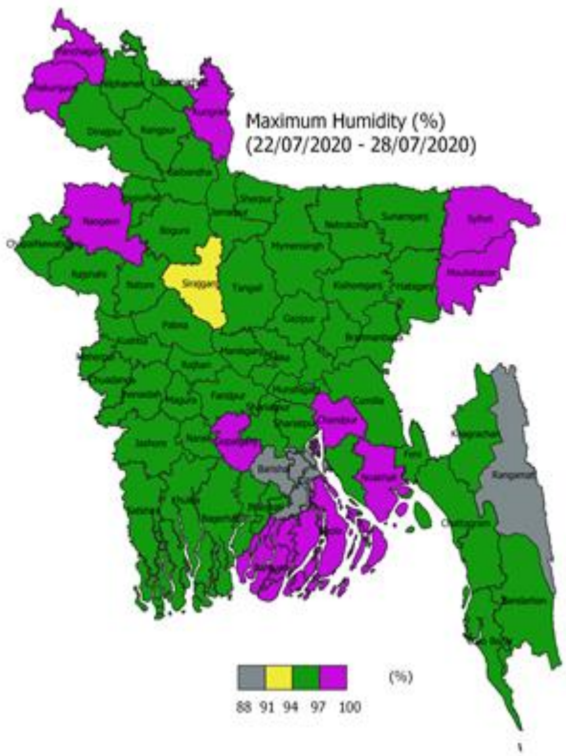
Maximum Humidity (%)
(22/07/2020 - 28/07/2020)
(%)
88 91 94 97 100

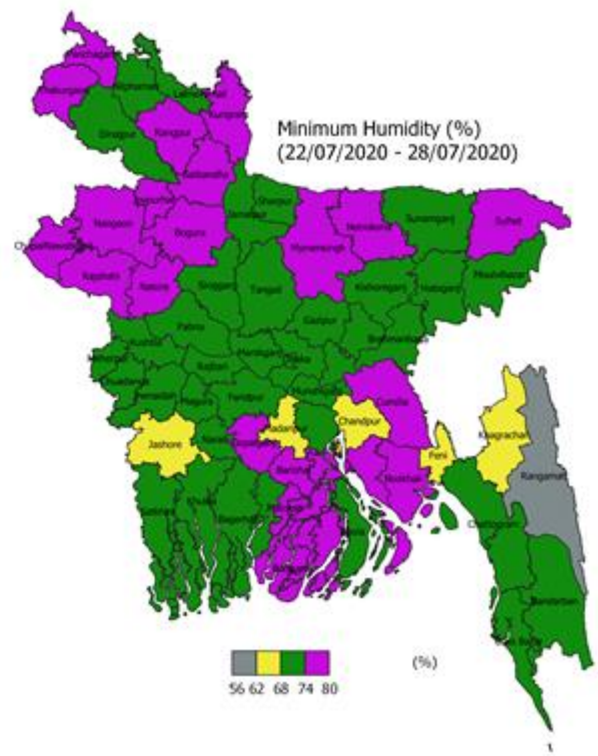
Minimum Humidity (%)
(22/07/2020 - 28/07/2020)
(%)
56 62 68 74 80

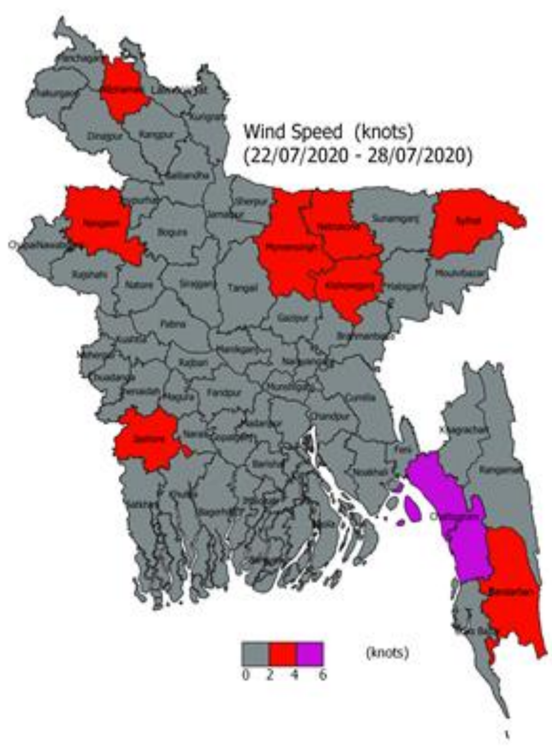
Wind Speed (knots)
(22/07/2020 - 28/07/2020)
(knots)
0 2 4 6

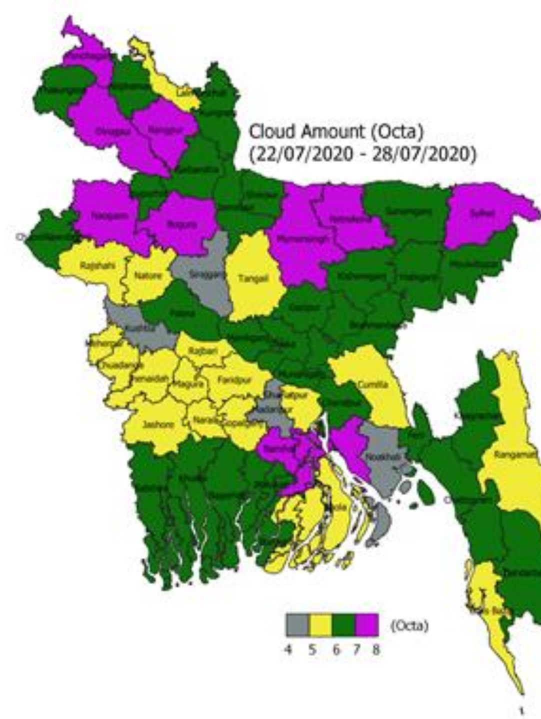
Cloud Amount (Octa)
(22/07/2020 - 28/07/2020)
(Octa)
4 5 6 7 8

# আবহাওয়া পূর্বাভাস

## আবহাওয়া পূর্বাভাস ২২/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৭/২০২০ তারিখ পর্যন্ত:

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.০০ থেকে ৫.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৫০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৫০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক স্থানে অস্থায়ী ঝড়ো হাওয়াসহ মাঝারি (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং দেশের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে অতি ভারী (>৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণের সম্ভবনা রয়েছে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

### আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৯ জুলাই হতে ০২ আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত)

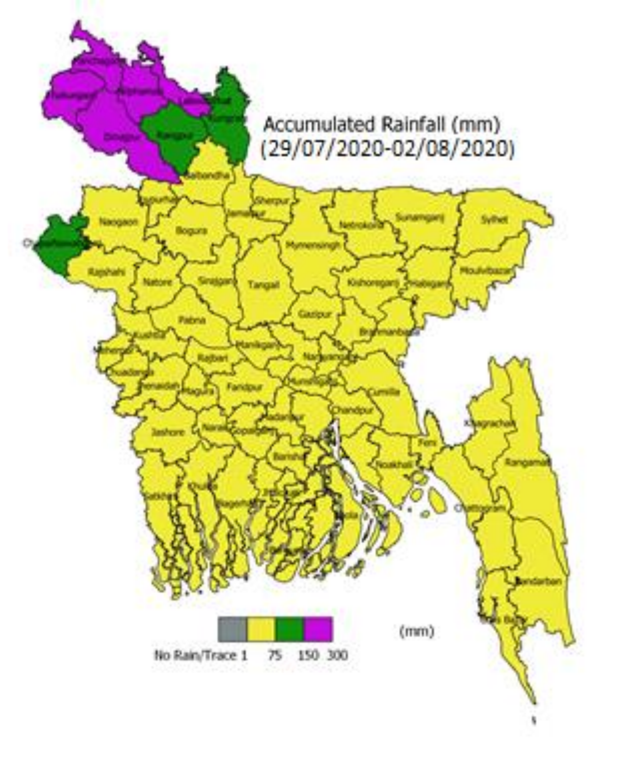


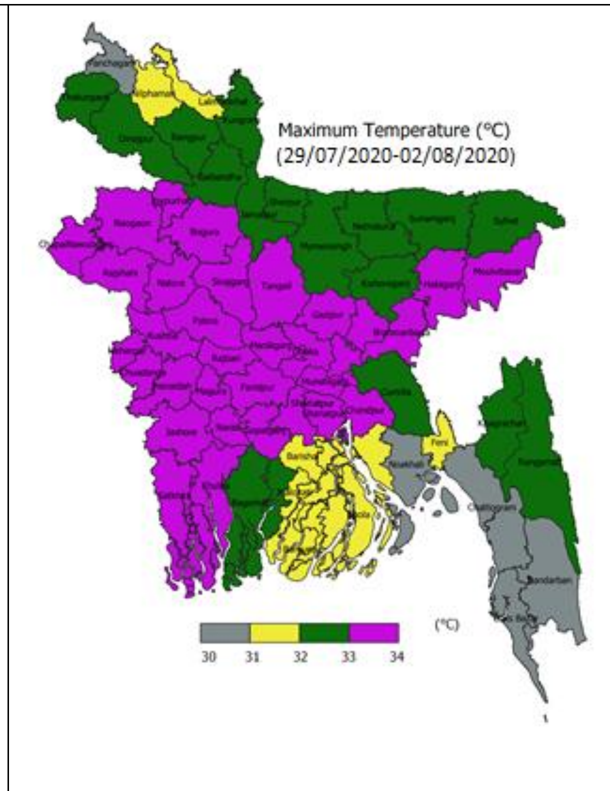

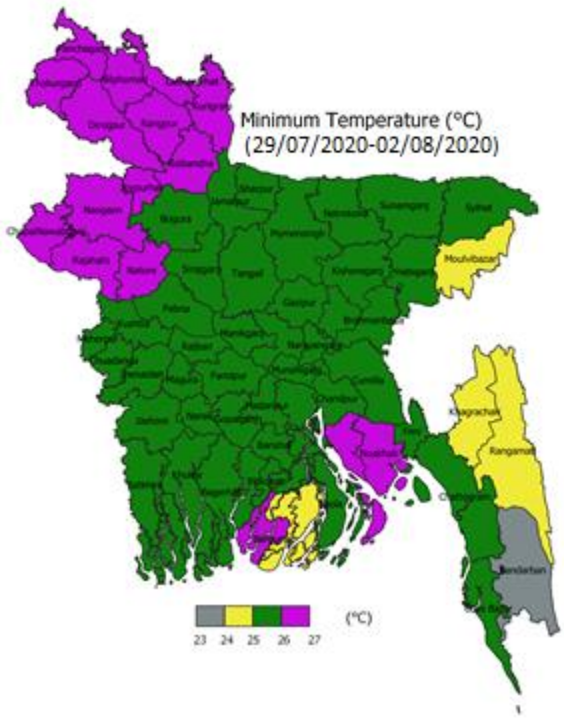
Minimum Temperature (°C)
(29/07/2020-02/08/2020)
(°C)
23 24 25 26 27

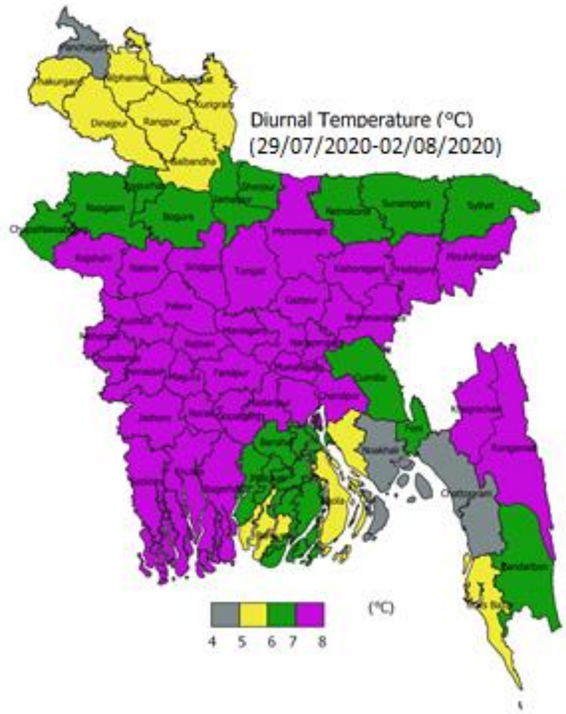
Diurnal Temperature (°C)
(29/07/2020-02/08/2020)
(°C)
4 5 6 7 8

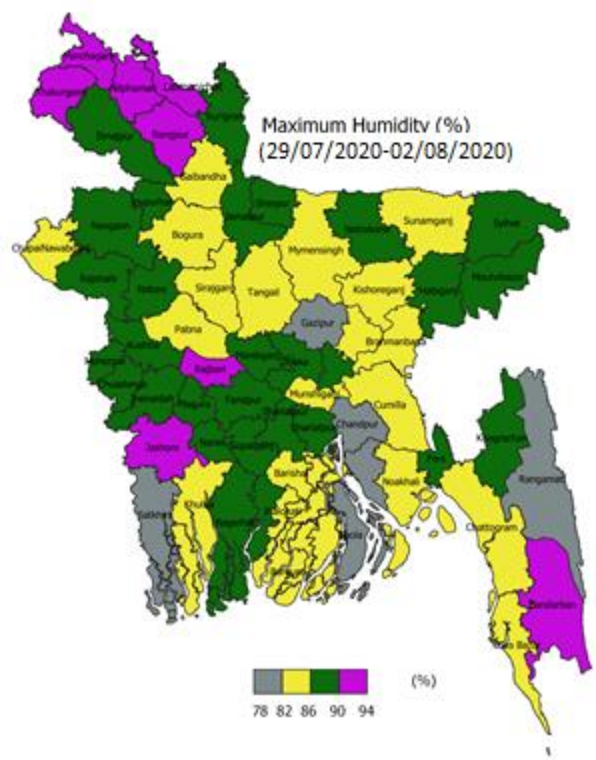
Maximum Humidity (%)
(29/07/2020-02/08/2020)
(%)
78 82 86 90 94

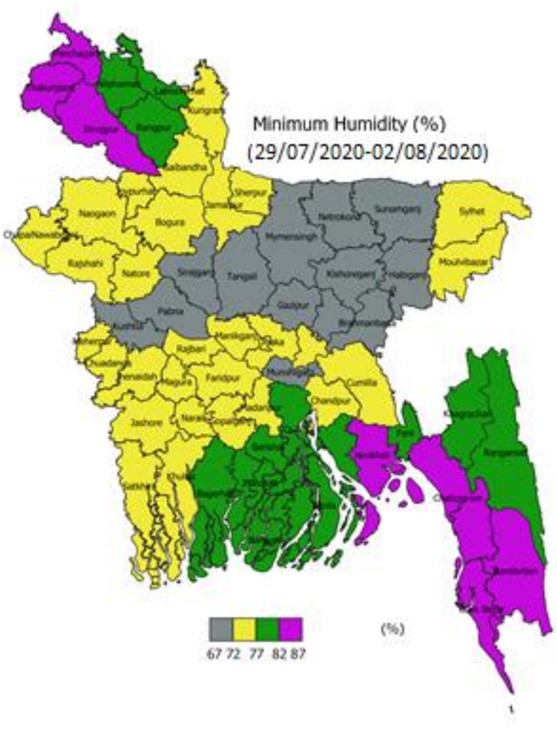
Minimum Humidity (%)
(29/07/2020-02/08/2020)
(%)
67 72 77 82 87

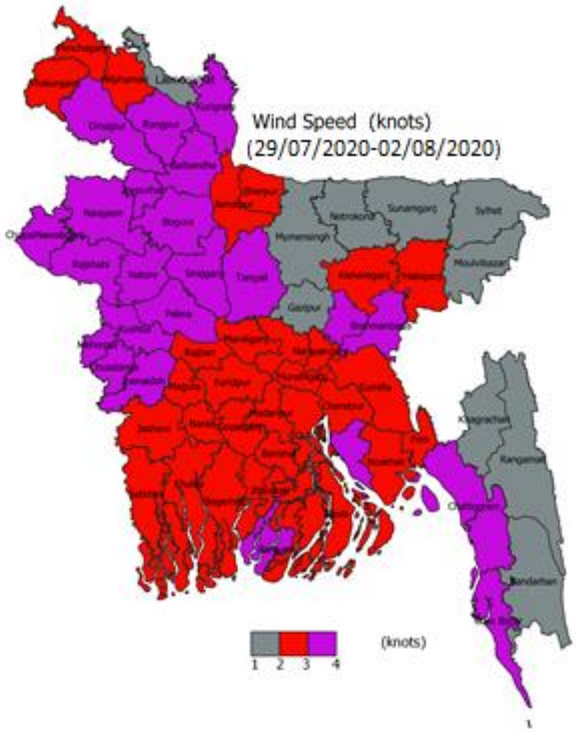
Wind Speed (knots)
(29/07/2020-02/08/2020)
1 2 3 4
(knots)

# বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 29 (14 July-20 July 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

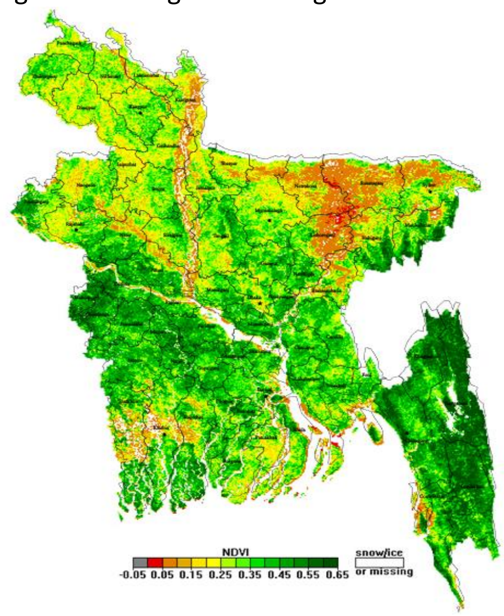


NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 29 (14 July-20 July 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

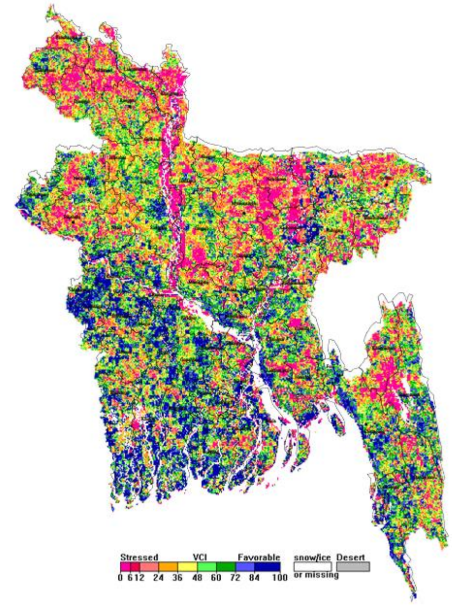


NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 29 (14 July-20 July 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

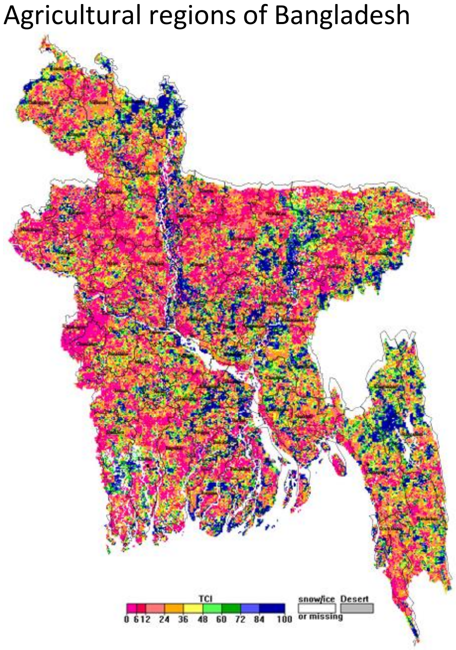


NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 29 (14 July-20 July 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

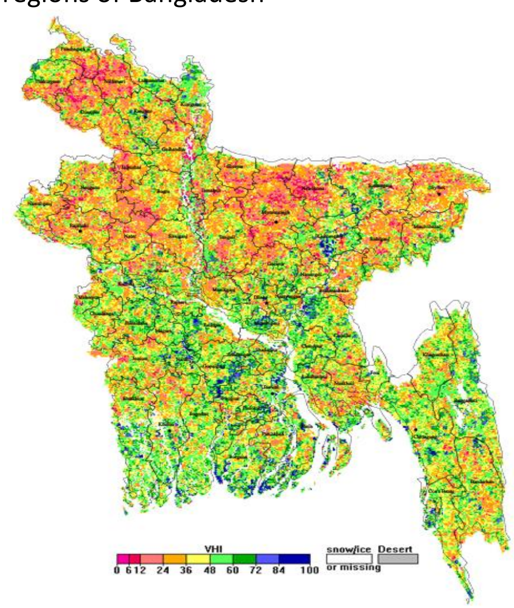

**Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)**

দেখা গেছে যে গত চার সপ্তাহের মধ্যে (জুন ২০২০) উত্তরের জেলাগুলিতে তীব্র থেকে চরম ভেজা পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এবং মাঝারি ভেজা পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় অংশে বিরাজ করছে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল গত চার সপ্তাহ ধরে শুকনো পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

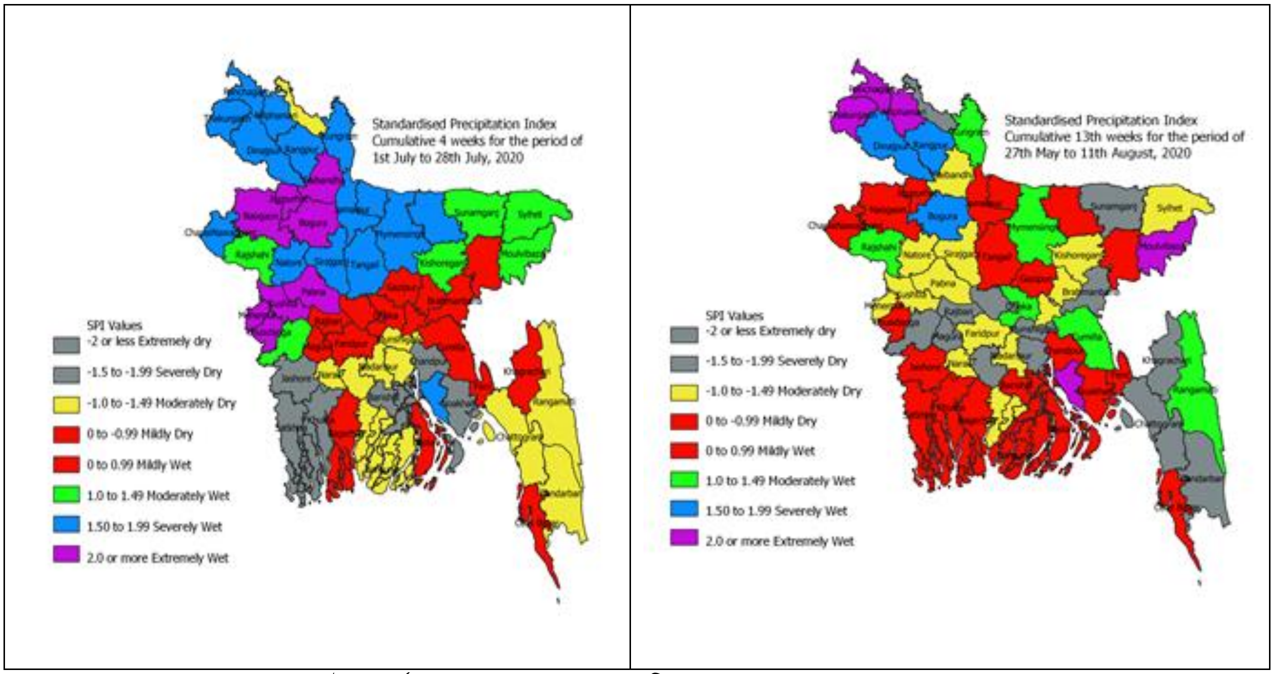


ডেটা সোর্স: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর